M.M
1.5.20

SEM-2 (H) CC-4
History of Western Philosophy-II

Date
Page 6

(Q2) লক কিভাবে সহজাত ধারণার খণ্ডন করেছেন? এই মত কি গ্রহণযোগ্য?
অথবা
সহজাত ধারণার তত্ত্বের বিরুদ্ধে লকের অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা ও বিচার কর।
(Refutation of the doctrine of innate ideas.)

লকের জ্ঞানতত্ত্বের নঞর্থক দিক:

Ans: লকের জ্ঞানতত্ত্বের নেতিবাচক দিকটি হল সহজাত ধারণা মতবাদ খণ্ডন। লক মনে করেন, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ সার্বিকতাকে (universility) সহজাত ধারণার আবশ্যিক লক্ষণ বলেছেন। "সার্বিকতা" বলতে তারা বুঝিয়েছে যে ধারণার সকল মানুষের মনে উপস্থিত থাকে। এই অর্থেই তারা বলেন 'নৈতিকতা, অসীমতা, পূর্ণতা, ঈশ্বর ইত্যাদির ধারণা হল সহজাত ধারণা। কেননা সব মানুষের মনে এই ধারণাগুলি বিদ্যমান থাকে। সকলেই এই ধারণাগুলি পোষণ করে।

কিন্তু লকের আপত্তি এখানেই। সহজাত ধারণার যদি সার্বিক হত তাহলে এই ধারণা সম্পর্কে সকল মানুষ একই রকম অভিমত প্রকাশ করত। এই ধারণা সবার মনে সমানভাবে উপস্থিত থাকত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় নৈতিকতা, নিত্যতা, অসীমতা, পূর্ণতা, ঈশ্বর, ইত্যাদি সম্পর্কে একজন শিশু, নিরক্ষর, অজ্ঞ, জড়বুদ্ধি, এবং বর্বর মানুষদের এই সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। তাই লকের মতে সার্বিক (universal) ধারণা বলে কোন সহজাত ধারণা নেই।

(2) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন সহজাত ধারণাগুলি আবশ্যিক ও সকলের মানুষের মনে সমভাবে অবস্থান করে। এই নিয়ম অনুসারে তাঁরা আমাদের চিন্তার মূলসূত্র রূপে তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of identity), বিরোধবাধক নিয়ম (Law of contraduction) এবং নৈতিকতা ও ঈশ্বরের ধারণাকে "সহজাত" বলেছেন।

কিন্তু লকের মতে এই সব ধারণা যদি "সহজাত" হত তাহলে সকলের মনে সমানভাবে উপস্থিত থাকত। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না, যেমন- "ঈশ্বর" সম্পর্কে সকল মানুষ একই মত পোষণ করেন না। কোন মানুষ 'সাকার' ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আবার কোন মানুষ "নিরাকার" ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আবার কোন মানুষ ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন না। অনেকে ঈশ্বরকে 'মঙ্গল' ভাবেন, অনেকে

ঈশ্বরকে "নির্গুণ" বলেন, আবার তেমনি – সুবিধাবাদী নৈতিকতার নিয়ম বলে কিছু নেই। নৈতিকতার নিয়মগুলি দেশভেদে, কালভেদে, ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং পরিবর্তিত হয়। যেমন = অনেকে যে কাজকে পাপকর্ম (sin) বলে গণ্য করেন তা অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যকর্ম বলে মনে করতে পারেন। আবার কোন কাজকে উচিত বলে কোন দেশে গণ্য হলে, অন্য দেশে সেই কাজই অনুচিত বলে গণ্য হতে পারে। কাজেই বলা যায় যে, সকলের মনে সমান ভাবে উপস্থিত কোন সার্বিক ধারণা রূপে কোন "সহজাত" ধারণার অস্তিত্ব নেই।

৩) লক সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে আরও বলেন, কোন ধারণা "সর্বমনে" এবং সমভাবে' উপস্থিত থাকলেও তাকে সহজাত বলা যায় না, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণের ফলে এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমানের ফলেও কোন ধারণা সকল মানুষের মনে সমানভাবে উপস্থিত থাকতে পারে যেমন – 'আগুনের' ধারণা বর্তমান বিশ্বের সকলেই জানেন এবং একইরূপ মত পোষণ করেন কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন কালের মানুষের মনে কোন 'আগুনের ধারণা ছিল না। আগুন ব্যবহারের প্রচলন ও সম্প্রসারণের ফলে বিবর্তনের পরিবর্তনের হাত ধরে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে আগুনের ধারণা আজ সার্বিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। এই প্রকার তথাকথিত সহজাত ধারণাগুলিও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে বর্তমান বিস্তার লাভ করেছে। যেমন তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of identity) এবং বিরোধবাধক নিয়ম সম্পর্কে মানব শিশুর প্রথমে কোন বোধই থাকে না। যেমন সে জানে না, "একটি জিনিস যা আছে সর্বদা তাই।" সে জানে না, "একটি বচন একই সময় সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না।" এসব জানার আগে তাকে জানতে হয় যে, "চিনি সবসময় মিষ্টি", "চিনি একই সময় মিষ্টি এবং তিতো নয়।" এইভাবে অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলে সে এক সময় তার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করে যে 'ক হয় ক'' (তাদাত্ম্য নিয়মানুসারে) (Law of identity) এবং 'ক কখনও ক এবং অ-ক নয়।" (বিরোধবাধক নিয়মানুসারে) (Law of Contra-diction)

এইভাবে ঈশ্বরের ধারণাটিও সহজাত ধারণা নয়, এটি অভিজ্ঞতা প্রসূত। মানুষ তার সহজ বুদ্ধির মাধ্যমে সর্বজ্ঞ, সর্বত্র ও অসীম, ঈশ্বরের ধারণাটি গঠন করে। নৈতিকতার ধারণা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই লকের মতে বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণাগুলিকে জন্মগত (innate) বলার পরিবর্তে অভিজ্ঞতিক (impirical) বলাই উচিত।

"If the agreement of all mankind about the truth of the principles can be explained without introducing the hypothesis of innate ideas, the hypothesis is superfluous, and the principle of economy should be applied.

— A History of Philosophy. vol-4, p-74, F. Copleston.

অর্থাৎ কোন সূত্র বা ধারণার সার্বিকতাকে যদি কষ্টকল্পিত সহজাত ধারণার প্রকল্প (hypothesis of innate idea) ছাড়াই কেবল অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে সরলতার খাতিরে, সেই ব্যাখ্যাই হবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং তখনই সহজাত ধারণার প্রকল্পটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে পরিত্যাগ করতে হবে।

৪) সহজাত ধারণা জন্মকাল থেকে মনে থাকলে জন্মলগ্নেই প্রত্যেক মানবশিশু ঐসব ধারণার সম্পর্কে সচেতন হত। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশু জানেই না তার মনে এই সব সহজাত ধারণাগুলি আছে। শৈশবকালে কোন শিশুই তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধবাধক নিয়ম, ঈশ্বর, আত্মা, দ্রব্য, কারণতা, নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু জানে না বা এ সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই লক বলেন কোন ধারণা মনে আছে অথচ মন সে সম্পর্কে সচেতন নয় বা কিছু জানে না এটা হতে পারে না। তাছাড়া অশিক্ষিত, মূর্খ ও বর্বর মানুষ এই সব ধারণা সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত নয়। তাহলে সহজাত ধারণার তত্ত্ব সমর্থন করতে হলে আমাদের বলতে হয় যে "মনের অজ্ঞাতেই মনে ধারণা আছে।" লকের মতে এমন কথা স্ববিরোধী এবং অর্থহীন।

তাই সহজাত ধারণাবাদ এক অর্থহীন মতবাদ। লকের মতে সহজাত ধারণা বলে বাস্তবিক কিছু নেই। ~~সব~~ আমাদের সব ধারণাই অভিজ্ঞতা প্রসূত।

সহজাত ধারণাবাদের সমর্থক দেকার্ত ও লাইবনিজ বলেন যে, সহজাত ধারণা বলতে জন্মলগ্নের সুস্পষ্ট ধারণাকে বোঝায়না বোঝায় ধারণালাভের এক প্রবণতাকে যা বুদ্ধি বিকাশের সাথে প্রকাশিত হয়। এখানেই লকের অভিযোগ হল তাহলে বলতে আমাদের বলতে হয় মানুষের সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, তার শিল্প, কলা সাহিত্য-সঙ্গীত সবকিছুকেই সহজাত রূপে গণ্য করতে হয়। কেননা এগুলিও মনের মধ্যে নিহিত থাকে। তাহলে সহজাত ও বহিরাগত ধারণার মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না।

<u>সহজাত ধারণাবাদী-</u>

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের অনেকে আবার বলেন, শিশুমনে ঈশ্বর, আত্মা, পাপ, পুণ্য, নৈতিকতা, কার্যকারণের ধারণা ইত্যাদি থাকলেও অভ্যাসের, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা ~~আবরিত হয়ে~~ আবৃত হয়ে তারা চেতনার অন্তরালে অবস্থান করে। সহজাত ধারণাবাদীদের এই অভিমতকে লক তাঁদের আত্মরক্ষার অপপ্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। লক বলেন সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা যদি সহজাত ধারণাগুলি আচ্ছন্ন বা আবৃত হয় তাহলে শিক্ষারম্ভের পূর্বেই শিশুমনে সেসব ধারণা স্বরূপ অবস্থান করত কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। কোন মানব শিশুরই ঈশ্বর, আত্মা, অসীমতা, নিত্যতা, পাপ-পুণ্য, কার্যকারণ-সম্পর্ক ~~ইত্যাদি~~ নৈতিকতা ইত্যাদি সহজাত সচেতন থাকে না। তাই লকের মতে সহজাত ধারণা বলে কোন ধারণা নেই। আমাদের সমস্ত ধারণাই অভিজ্ঞতা প্রসূত।

এইভাবে লক উপর্যুক্ত উদাহরণ-যুক্তির সাহায্যে সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন করেছেন।

P.T.O.

লকের সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন নানা বিষয়ে সমালোচিত হয়েছে। এইজন্য তার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি।

প্রথমত: "জন্মলগ্নে মানব শিশু কোন সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে জন্মায় না" লকের এই অভিমত স্বীকার করার মধ্যে কোন দোষ নেই, সহজাত ধারণাতত্ত্বের সমর্থক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ একথা স্বীকার করে নিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত করেন প্রত্যেক ধারণা লাভের জন্য কিছু সহজাত প্রবণতা বা বুদ্ধিজাত শক্তি নিয়ে জন্মায়, এই সহজাত প্রবণতার সামর্থ্যের জন্যই অনুকূল পরিবেশ পেলেই কতকগুলি ধারণা যথা ঈশ্বরের ধারণা, অসীমতার ধারণা, পূর্ণতার ধারণা ইত্যাদি ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়। এই সব ধারণার উৎসমূল হল মনের জন্মগত প্রবণতা, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা যাদের নাম দিয়েছেন মনোজাত বা সহজাত ধারণা। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এই জন্মগত বা সহজাত বুদ্ধি সামর্থ্যকে অস্বীকার করলে বুদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত ও লাইবনিজের মতে, 'সহজাত ধারণা' লক সমর্থিত কোন স্পষ্ট ধারণা নয়, এগুলি জন্মগত ধারণা লাভের প্রবণতা। কাজেই সহজাত ধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে লকের অভিযোগটি—'জন্মলগ্নে মানবশিশু কোন স্পষ্ট ধারণা নিয়ে জন্মায় না' এটি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: কোন ধারণা সহজাত হলে জন্মলগ্ন থেকেই মানবশিশু সেই ধারণাটি সম্পর্কে অবহিত হবে। কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা, পূর্ণতার ধারণা, অসীমতার ধারণা ইত্যাদি সহজাত ধারণা সম্বন্ধে শিশুর কোন চেতনা থাকে না। তাই লকের অভিযোগ হল — 'একটি ধারণা মনে আছে কিন্তু মন তা জানে না', এমন অর্থহীন কথাই বলতে হয়। কাজেই লকের অভিমত হল, উপরোক্ত ধারণাগুলি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ সহজাত ধারণা নয়, তারা অভিজ্ঞতা নির্ভর ধারণা। তবে প্রত্যেক

সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে লকের এই অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা লক 'মন' শব্দটিকে কেবল "চেতনমন" অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনের পরিধি চেতন মনের পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি। মনের একটি ক্ষুদ্র অংশ চেতন বাকি বেশীরভাগ অংশই নির্জ্ঞান। ফ্রয়েড মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন - চেতন, অবচেতন ও নির্জ্ঞান। অবচেতন মনে কোন ধারণার থাকার অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে বা সম্ভাবনারূপে থাকা, এখানে 'প্রচ্ছন্ন' কথাটি বিশেষ অর্থবহ। চেতন মনের বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সজাগ থাকি তাই চেতন মনের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেতনা থাকে কিন্তু অবচেতন মনের বিষয় সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি সজাগ নই তাই অবচেতন মনের বিষয় সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ চেতনা থাকে না। 'চেতন মনে একটি ধারণা আছে কিন্তু মন সেই ধারণা সম্পর্কে সচেতন নয়'? কথাটি স্ববিরোধী ও অর্থহীন হলেও 'একটি ধারণা' মনে আছে কিন্তু 'মন' তাকে জানে না' কথাটি স্ববিরোধী নয়, কেননা ধারণাটি যখন 'প্রচ্ছন্ন ধারণা' তখন ধারণাটি মনে থাকলেও চেতন মনে নেই, অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। লাইবনিজ তাঁর সহজাত ধারণাতত্ত্বে এই প্রকার মনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কাজেই লাইবনিজের মতে কোন ধারণা মনে আছে এর অর্থ অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অপ্রকাশিত আছে। তাই এই মনের সেই ধারণা সম্পর্কে কোন চেতনা নেই। কথাটিকে লককে অনুসরণ করে বলা যাবে না, যে 'কোন ধারণা মনে আছে অথচ মন তা জানে না।" কথাটি স্ববিরোধী ও অর্থহীন, তাই একথাই বলতে হয় যে সহজাত ধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে লকের অভিযোগটি গ্রহণ যোগ্য নয়,

— o —